

ইউনুস-ইজমই দারিদ্র দুরিকরণের সঠিক পথ

মোহাম্মেদ দিদারুল আলম, বীর প্রতীক

ডঃ মুহাম্মদ ইউনুস পৃথিবীকে দুটি নতুন আবিষ্কার উপহার দিয়েছেন। এক, মাইক্রো ক্রেডিট। দুই, সোসাল বিজিনেস। দুটি আবিষ্কারই একিভূত হয়ে আধুনিক বিশ্বের দারিদ্র বিমোচনের এক মহা হাতিয়ার হয়ে দাড়িয়েছে। কার্ল মার্ক্স পৃথিবীকে কমিনিউজমের ধারণা দিয়েছেন। ডিকটেরশীপ অব প্রলেটারিয়েট। উদ্দেশ্য ছিল দরিদ্রকে শোষণের হাত থেকে মুক্ত করা। অন্য কথায় পৃথিবী থেকে দারিদ্র বিমোচন। তিনি তাঁর জীবনকালে স্বীয় আবিষ্কারের সুফল দেখে যেতে পারেন নি। কিন্তু পৃথিবীর বিশাল একটি জনগোষ্ঠি সে পথ অনুসরণ করে দরিদ্র অবস্থান থেকে বেরিয়ে এসেছে।

ডঃ মুহাম্মদ ইউনুসের আবিষ্কার ও কার্ল মার্ক্সের আবিষ্কারের লক্ষ্য কিন্তু এক। পৃথিবী থেকে দারিদ্র বিতারণ। কিন্তু পথগুলো ভিন্ন। মার্ক্সীয় পথ ছিল সংঘাতের পথ। জোর জবর দস্তির পথ। উৎপাদনের হাতিয়ার শক্তিবলে দখল করার পথ। ডঃ ইউনুসের পথ শান্তির পথ। উৎপাদনের হাতিয়ার “পুঁজি ও টেকনোলজি” প্রলেটারিয়েটদের হাতে শান্তিপূর্ণভাবে পৌঁছিয়ে দেয়ার পথ।

মার্ক্সীয় থিউরির প্রলেটারিয়েট আর ডঃ ইউনুসের প্রলেটারিয়েট কিন্তু এক নয়। ডঃ ইউনুসের প্রলেটারিয়েট হলো, প্রলেটারিয়েট অব দি প্রলেটারিয়েট। অর্থাৎ সর্বহারার সর্বহার। চেইন অব এক্সপ্লয়টেশনের বটম লাইনের মানুষগুলো। মার্ক্সের মত মনিষীও শোষণের সর্বনিম্ন স্তরের এ মানুষগুলোকে আইডেনটিফাই করতে পারেন নি। কিন্তু ডঃ ইউনুস পেরেছেন। যে নারীদের নিয়ে ডঃ ইউনুস তাঁর থিউরির প্রয়োগ শুরু করেন তাদের মানুষ হিসেবে লক্ষণীয় অস্তিত্ব সেকালেও ছিল না একালেও নেই। তিনি পৃথিবীকে তাদের অস্তিত্ব অনুভব করতে শিখিয়েছেন। পৃথিবী এখন বুঝতে পেরেছে দারিদ্রের প্রান্তসীমা কোথায়? দারিদ্র দূর করতে হলে কোথা থেকে কাজ শুরু করতে হবে।

স্বামীর দারিদ্র দূর করলেই স্ত্রীর দারিদ্র দূর হবে বা স্ত্রী শোষণমুক্ত হবে এমন ধারণা ঠিক নয়। পৃথিবী থেকে দারিদ্র চিরতরে বিদায় করতে হলে শুরু করতে হবে দরিদ্রতম মানুষটি দিয়ে। দরিদ্র স্বামীর স্ত্রীই হলো হতদরিদ্র। এই হতদরিদ্র মানুষটির অর্থনৈতিক মুক্তির মাঝেই নিহিত রয়েছে পৃথিবী থেকে দারিদ্র মোচনের মূল চাবিকাঠি। ডঃ ইউনুস পৃথিবীকে তাই দেখিয়েছেন। পৃথিবীও তা অনুধাবন করেছে। আগামী দিনের পৃথিবী দারিদ্র বিমোচনের জন্য এই ইউনুস-ইজম গ্রহণ করে এগিয়ে যাবে তা আজ নির্দিধায় বলা যায়। পৃথিবীর বিখ্যাত ও বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এখন ক্ষুদ্র ঋণ ও সোসাল বিজিনেসের ওপর পড়াশোনা শুরু করে দিয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে এ দুটি বিষয়ের ওপর উচ্চতর ডিগ্রি দেওয়াও সময়ের ব্যাপার মাত্র।

সোসাল বিজিনেস ব্যাপারটা কি? সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন করা সকল ব্যবসায়ের লক্ষ্য। সোসাল বিজিনেসের লক্ষ্যও তাই। তবে পার্থক্য হলো, সোসাল বিজিনেসের মুনাফা কোন ব্যক্তি বিশেষের ঘরে যাবে না। এটা যে সোসাইটি/ গ্রুপ ব্যবসাটা শুরু করেছে তাদের সম্মিলিত সম্মতি হিসেবে থেকে যাবে। লভ্যাংশ কেউ উঠিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। সেটা নতুন ব্যবসায়ে বিনিয়োগের কাজেই লাগানো যাবে কেবল। কেউ যদি চায় তার পুঁজি উঠিয়ে নিয়ে যেতে পারবে।

প্রশ্ন আসতে পারে এমন ব্যবসায়ে ব্যক্তির লাভ কি? লাভ হলো ব্যক্তির কর্মসংস্থান। সোসাল বিজিনেসের অংশীদার হয়ে সে নিজের শ্রম ব্যবহার করার সুযোগ পেল। তাতে তার নিজের পরিবারের ব্যয় নির্বাহ করার মত অর্থ উপার্জন করতে পারলো। চাইলে যশ খ্যাতির জন্যও যে কেউ এতে পুঁজি খাটাতে পারবে। বর্তমানেও অনেক ধনবান ব্যক্তি পাড়া-প্রতিবেশি দরিদ্রকে একই উদ্দেশ্যে এভাবে পুঁজি সরবরাহ করে থাকে। ডঃ ইউনুস এটাকে ব্যক্তি পর্যায় থেকে সামাজিক স্তরে নিয়ে আসার কথা বলেছেন মাত্র। সমাজ সংঘবদ্ধ হয়ে ব্যবসা করলে সেটা হবে দ্রুত সম্প্রসারণশীল এবং অপেক্ষাকৃত কম ঝুঁকিপূর্ণ। বহু মানুষের কর্ম সংস্থান তো আছেই। গ্রামীণ ব্যাংক হলো সোসাল বিজিনেসের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। গ্রামীণ ফোন ছাড়া গ্রামীণের অন্যান্য বিজিনেসগুলো শতভাগই সোসাল বিজিনেস।

ডঃ ইউনুস ক্ষুদ্র ঋণ ও সোসাল বিজিনেসের থিউরি লিখে বিখ্যাত হন নি। তিনি বাস্তব প্রয়োগের মাধ্যমে এই থিউরিগুলো প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাই বিশ্ব আজ পরিচিত হয়েছে নতুন এক ইজম'এর সাথে যাকে আমরা নাম দিতে পারি ইউনুস-ইজম।

ইউনুস-ইজমের বৃহত্তর এবং ব্যাপক প্রয়োগের লক্ষ্যে তিনি “নাগরিক শক্তি” নামক রাজনৈতিক দল করার ঘোষণা দিয়েছেন। রাষ্ট্র ক্ষমতার পৃষ্ঠপোষকতা পেলে ইউনুস-ইজম অতি দ্রুত বাংলাদেশ থেকে দারিদ্র বিমোচন করে তা যাদু ঘরে পাঠাবে। এটাই এখন সময়ের প্রত্যয়। অনেক পন্ডিত ব্যক্তি তাঁকে পরামর্শ দিচ্ছেন এদিক সেদিক থেকে অভিজ্ঞ রাজনীতিক সংগ্রহ করার জন্য। অর্থাৎ বর্তমানের বড়/ ছোট দলগুলো থেকে লোক ভাগিয়ে বা যারা আসতে চান তাদের নিয়ে তাড়াতাড়ি বড় একটি দল গড়ে ফেলেন। যারা বলছেন তাঁরা গতানুগতিক ধারণা থেকে বলছেন।

ডঃ ইউনুস গতানুগতিক পথে চলার মানুষ নন। এ প্রসঙ্গে তাঁর আর একটি আবিষ্কারের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠাকালে তিনি কনভেনসেনাল ব্যাংক থেকে কোন অভিজ্ঞ লোকবল ভাগিয়ে আনেন নি। বরং অভিজ্ঞদের সযতনে এড়িয়ে চলেছেন। অভিজ্ঞতাওয়ালাদের তিনি গ্রামীণ ব্যাংকের কোন চাকুরিতে নিয়োগ দান করেন নি। এখনও অভিজ্ঞতাওয়ালাদের কোন গ্রামীণ প্রজেক্টে নিয়োগ করা হয় না। সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ তথা ফ্রেস কাদামাটি দিয়ে তিনি গ্রামীণ ব্যাংক শুরু করেছিলেন। এবং এই কারণেই গ্রামীণ ব্যাংক সফল একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। অভিজ্ঞ লোকেরা তাদের অভিজ্ঞতার বাইরে

সাধারণত যেতে পারে না। অভিজ্ঞদের তাদের বলয় থেকে বের করে আনতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। অনেক কর্মঘন্টা ব্যয় করতে হয়। “নতুন আইডিয়া/ নতুন কাজ, নতুনদের দিয়েই শুরু কর।” এটা ডঃ ইউনুসের আর একটি আবিষ্কার।

পুরনো ঘুনে ধরা রাজনীতিবিদদের নিয়ে রাজনীতি করবেন এমন কু চিন্তা করার মানুষ তিনি নন। আর যে সব অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদদের কথা বলা হচ্ছে তাদের অভিজ্ঞতার বুলিতে আছে কি? আছে একরাশ ব্যর্থতা। নয়তো দূর্নীতির অভিজ্ঞতা বা সন্ত্রাস করার অভিজ্ঞতা। ডঃ ইউনুস এসব মহতি অভিজ্ঞতা দিয়ে করবেন কি? যে ভয়ংকর রাজনীতি আমরা দেখে আসছি সেটাকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করার জন্যই তো ডঃ ইউনুসের রাজনীতি। অন্ধকারকে অন্ধকার দিয়ে দূর করা যায় না। আলো দিয়ে অন্ধকার দূর করতে হয়। ডঃ ইউনুসের রাজনীতি হবে তথাকথিত রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাবিহীন ছাত্র-যুবা-কর্মজীবী মানুষদের নিয়ে। নতুন চিন্তা, নতুন স্বপ্ন বাস্তবায়নের রাজনীতি। দারিদ্র হটানোর রাজনীতি। সামাজিক উদ্যোগের রাজনীতি। প্রযুক্তি/ মেধা বিকাশের রাজনীতি। এগিয়ে যাওয়ার রাজনীতি। বাংলাদেশ এগিয়ে চলার রাজনীতি। আমরাও পারির রাজনীতি।

অনেকে বলবেন কেবল ভাল মানুষ দিয়ে রাজনীতি হয় না। এমন অবৈজ্ঞানিক ধারণায় বিশ্বাস করার কোন কারণ নেই। খারাপ মানুষের রাজনীতি তো আমরা দেখেছি। এমন রাজনীতিতে আমরা নিশ্চয়ই ফেরত যেতে চাই না। ফেরত যেতে না চাইলে আমাদের বিকল্প একটি রাজনৈতিক শক্তি তৈরি করতে হবে। সেটা হতে হবে ভাল মানুষের রাজনৈতিক শক্তি। তাই ভাল মানুষদের আজ আর ঘরে বসে থাকার কোন সুযোগ নেই। পত্রিকায়/ টিভিতে ভাল ভাল কথা বলে দায়িত্ব এড়াবারও সুযোগ নেই। ভাল মানুষদের নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই ভাল রাজনীতি গড়ে তুলতে হবে।

বস্তুত প্রকৃতিই আমাদের সে সুযোগ করে দিয়েছে। খারাপ মানুষের খারাপি সহনীয়তার সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তাই প্রকৃতি প্রতিশোধ নিয়েছে। যার পরিণতি হিসেবে আজ আমাদের রাষ্ট্র ক্ষমতায় একগুচ্ছ ভাল মানুষের আবির্ভাব হয়েছে। এ ধারাকে বজায় রাখতে হবে। আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার খাতিরে। আমাদের স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে তোলার খাতিরে। কাজটা ভাল মানুষদেরই করতে হবে। ডঃ ইউনুস একটা উপলক্ষ মাত্র। তিনি ভাল মানুষদের সংগঠিত হওয়ার একটা প্লাটফর্ম দিয়েছেন। সেখানেই আমাদের সবাইকে একত্রিত হতে হবে।

রাজনীতি কেবল খারাপ মানুষের বিচরণ ক্ষেত্র এমন অবৈজ্ঞানিক কনসেপ্টকে মন থেকে ধুয়ে মুছে ফেলতে হবে। রাজনীতিতে খারাপ মানুষ দেখতে দেখতে আমাদের মন ও মস্তিষ্কে বসে গেছে, এটা বুঝি কেবল খারাপদের জায়গা। অথচ রাজনীতি তো হওয়ার কথা ভাল মানুষের বিচরণ ক্ষেত্র। যারা দেশ ও দেশের ভাল চিন্তা করবেন তারাই তো আসলে রাজনীতিবিদ। তারাই দেশের প্রেসিডেন্ট হবেন, প্রধান মন্ত্রী হবেন। দেশ পরিচালনা

করবেন মানুষের কল্যাণের জন্য। খারাপ মানুষ তো কল্যাণকর কাজ করে না। তাহলে খারাপদের হাতে আমরা আমাদের রাজনীতি ছেড়ে দিতে চাই কেন?

পৃথিবীর যে সব জাতি উন্নত সমাজ গড়েছে তারা ভাল মানুষের রাজনীতি দিয়েই তা করেছে। খারাপ মানুষের রাজনীতি দিয়ে কোন জাতি উন্নতি করতে পারে নি। আমরাও উন্নতি করতে হলে ভাল মানুষের রাজনীতির কালচার সৃষ্টি করতে হবে। খারাপ মানুষদের রাজনীতি থেকে ঝাঁটিয়ে বিদায় করতে হবে।

ডঃ ইউনুস পাপি-তাপিদের নিয়ে রাজনীতি করবেন এমন ভাববার কোন অবকাশ নেই। তিনি ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সফলতার চূড়া ছুঁয়েছেন। তাঁর নিজের আর চাওয়া-পাওয়ার কিছু নেই। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে তিনি চূড়ান্ত ঝুঁকির পথ বেছে নিয়েছেন। বাংলাদেশকে তিনি সফল একটি দেশে পরিণত করতে চান। তাঁর আবিষ্কার দিয়ে তিনি কেবল বাংলাদেশ নয় পুরো বিশ্বকে পরিবর্তন করতে চাইছেন। তাঁর জীবন কালে তা না হলেও আগামী দিনের পৃথিবী ইউনুস-ইজমের পথ ধরেই এগিয়ে যাবে। “ক্ষুদ্র ঋণ ও সামাজিক ব্যবসার পথ ধরেই।”

বাড়ি ৬৫এ, রোড ১৫এ, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা। ফোন ৯১৪৩৫৪৮/ ০১৯১১৯৩৭৬৬২